মীন কথিকা

নভেম্বর
২০২১

গাজীপুর জেলার মৎস্য
উন্নয়ন বিষয়ক
নিউজলেটার

মৎস্য অধিদপ্তর, গাজীপুর

মীন কথিকা

গাজীপুর জেলার মৎস্য উন্নয়ন বিষয়ক নিউজলেটার

নভেম্বর সংখ্যা

কনসেপ্ট

জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কাপাসিয়া, গাজীপুর	সভাপতি
জনাব জান্নাতুন শাহীন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর	সদস্য
জনাব মোঃ আশরাফুল্লাহ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর	সদস্য
মোছাঃ সাদিয়া রহমান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর	সদস্য
জনাব মোঃ সলিমুল্লাহ, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (চ.দা.), কালিয়াকৈর, গাজীপুর	সদস্য
জনাব সোহেল রানা, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (এনএটিপি-২), কাপাসিয়া, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

প্রচ্ছদ

জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর

প্রকাশনায়

জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর

মুখবন্ধ

মৎস্য অধিদপ্তর, গাজীপুর এর সকল কর্মকর্তার আন্তরিকতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রকাশিত জেলার মৎস্য উন্নয়ন বিষয়ক নিউজলেটার "মীন কথিকা" এর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যাটি ইতোমধ্যে সকলের প্রসংশা কুড়িয়েছে। সেই অনুপ্রেরণা থেকেই নভেম্বর সংখ্যাটি আরো তথ্য-সমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাছ চাষের মাধ্যমে যারা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করেছেন সেসব সফল চাষিদের গল্প ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি চাষিদের জন্য সময়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কারিগরী দিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও একীভূত করণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন এনএটিপি-২ প্রকল্পের কাপাসিয়ায় কর্মরত সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জনাব সোহেল রানা। এছাড়াও সম্পাদনা পরিষদের সকল কর্মকর্তা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এ নিউজলেটার প্রকাশে সহায়তা করেছেন। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে তাঁদের অবদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য মৎস্য ও প্রানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশের সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সংশ্লিষ্ট সকলের সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতায় এ উদ্ভাবনী সংকলন আরো সমৃদ্ধ ও অংশীজনবান্ধব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
গাজীপুর

সূচিপত্র

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন-২০১০ বাস্তবায়ন ১
মৎস্য খাদ্য কারখানা পরিদর্শন ১
মৎস্য খাদ্য কারখানা পরিদর্শন ১
মৎস্য খাদ্য কারখানা পরিদর্শন ১
মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন ১
মাছ বাজার ও আড়তে অভিযান পরিচালনা ১
শ্রীপুরে নিষিদ্ধ পিরানহা জব্দ ২
শ্রীপুরে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা..... ২
কালীগঞ্জে জাটকা রক্ষায় হাট-বাজারে প্রচারণা ও অভিযান ... ২
মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকান্ড ৩
ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রদর্শনী পুকুর পরিদর্শন ৩
চাষির পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ.....৩
পাঙ্গাশ মাছের প্রদর্শনী পুকুর পরিদর্শন.....৩
তেলাপিয়া চাষির পুকুর পরিদর্শন..... ৪
প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ..... ৪
কাপাসিয়ায় পুকুরের মাটি ও পানি পরীক্ষা ৪
চাষির পুকুর পরিদর্শন করে পরামর্শ প্রদান..... ৫
জালাশয় ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রতিপালন বিষয়ক সভা ৫
অভয়াশ্রম বিষয়ক মতবিনিময় সভা..... ৫
কালিয়াকৈরে চাষিদের পুকুরের পানি পরীক্ষা..... ৫
অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্যে বিল ও নদী পরিদর্শন ৫
প্রদর্শনী পরিদর্শন, মাছের নমুনায়ন ও আংশিক আহরণ ৬
চাষিদের সফলতার গল্প.....৬
মাছের অধিক উৎপাদন, হুমায়ুনের স্বপ্নপূরণ ৬

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন-২০১০ বাস্তবায়ন

মৎস্য খাদ্য কারখানা পরিদর্শন

২/১১/২০২১ খ্রিঃ লায়ন ফিড মিল এবং ৬/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখ গ্লোবাল ফিড মিল মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের লাইসেন্স নবায়নের নিমিত্ত পরিদর্শন করা হয়। তাদের ল্যাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির মান ও তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যাচাই করা হয়। পরিদর্শন করেন মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর ও জান্নাতুন শাহীন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।

মৎস্য খাদ্য কারখানা পরিদর্শন

এআইটি ফিড মিল, রাখালিয়াচালা ও সলিড ফিডস লিঃ মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর ০২ (দুই) টি মৎস্য খাদ্য কারখানা পরিদর্শন করেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর। পরিদর্শন শেষে খাদ্য কারখানার কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মৎস্য খাদ্য কারখানা পরিদর্শন

ছোয়া এগ্রো প্রোডাক্টস লিঃ নামীয় কাপাসিয়ার একমাত্র মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়নের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেন জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর। ২৫ নভেম্বর ২০২১ খ্রি: দিনব্যাপী কারখানাটির যাবতীয় কর্মকান্ড অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করেন এবং তাদের ল্যাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির মান ও তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি যাচাই করেন। এ সময় কাপাসিয়া উপজেলা মৎস্য টীমের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ বাস্তবায়ন

মাছ বাজার ও আড়তে অভিযান পরিচালনা

১৮ নভেম্বর ২০২১ বিএডিসি বাজারে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর সদর, গাজীপুরের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে ২০ কেজি নিষিদ্ধ পিরানহা মাছ জব্দ করে জনসম্মুখে বিনষ্ট করা হয়।

শ্রীপুরে নিষিদ্ধ পিরানহা জব্দ

গত ০৮/১১/২১ খ্রি. গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শ্রীপুর উপজেলা গড়গড়িয়া মাস্টার বাড়ি মাছ বাজারে অভিযান চালিয়ে ৪০ কেজি নিষিদ্ধ পিরানহা আটক করা হয়। অভিযানে ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, ক্ষেত্র সহকারী (ইউনিয়ন) ও অফিস সহায়ক। সহযোগিতায় ছিলেন মাওনা হাইওয়ে পুলিশের টিম। জব্দকৃত পিরানহা মাছ স্থানীয় একটি এতিমখানায় বিতরন করা হয়।

আজকের কথিকা

পিরানহা জব্দ

গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভার গড়গড়িয়া মাস্টার বাড়ি বাজারে অভিযান পরিচালনা করে চাষ নিষিদ্ধ ৪০ কেজি পিরানহা মাছ জব্দ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলার মৎস্য অফিসের দায়িত্বরত কর্মকর্তারা। তবে এ সময় অবৈধ নিষিদ্ধ মাছের কোনো বিক্রেতাকে পাওয়া যায়নি। পরে জব্দকৃত মাছগুলো স্থানীয় একটি এতিমখানায় দেওয়া হয়। অভিযানে সহযোগিতা করে মাওনা হাইওয়ে থানা-পুলিশ। অভিযানের নেতৃত্ব দেন শ্রীপুর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফুল্লাহ। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মো. বদিউজ্জামান, ক্ষেত্র সহকারী মোজাম্মেল হোসেন ও আশরাফ উদ্দীন।

▪ শ্রীপুর প্রতিনিধি

শ্রীপুরে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা

গত ০৯/১১/২১ খ্রি. শ্রীপুর উপজেলার মাওনা চৌরাস্তা মাছ বাজারে অভিযান চালিয়ে (গোপন সংবাদের ভিত্তিতে) ২০ কেজি নিষিদ্ধ পিরানহাসহ নবী হোসেন ও রুহুল আমিন নামে (উভয়ের বাড়ি দারোগার চালা) দুজনকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দুজনকে ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা করে মোট ১০,০০০/- জরিমানা করা হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার ভূমি জনাব উজ্জল কুমার হালদার। উদ্যোগে ও প্রসিকিউটর হিসেবে ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোঃ আশরাফুল্লাহ, সহযোগিতায় ছিলেন শ্রীপুর মডেল থানার পুলিশ ও মাওনা হাইওয়ে পুলিশের টিম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা, ক্ষেত্র সহকারী (ইউনিয়ন), বাজারের অন্যান্য মাছ ব্যবসায়ী। জব্দকৃত মাছ রশিদ নিয়ে স্থানীয় একটি এতিমখানায় বিতরন করা হয়।

দৈনিক খবর বাংলাদেশ
The Daily Khobor Bangladesh
সব সময় সব দিকে সব খবর
সরকারি মিডিয়া তালিকাভুক্ত

শ্রীপুরে মাছ বাজারে অভিযান
১০ হাজার টাকা জরিমানা

এস এম জহিরুল ইসলাম

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার মাওনা চৌরাস্তা মাছের বাজারে অভিযান করে দুই জনকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এ অভিযান চালানো হয়। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এ জরিমানা করেন শ্রীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) উজ্জ্বল কুমার হালদার। এসময় অবৈধ ২০ কেজি পিরানহা জব্দ করা হয়। একই সাথে উপজেলার দারগারচালা গ্রামের নবী হোসেন ও রুহুল অমিন নামের দুই মাছ ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। এসময় প্রসিকিউটর হিসেবে ▶▶ এর পর পৃষ্ঠা ৭

কালীগঞ্জে জাটকা রক্ষায় হাট-বাজারে প্রচারণা ও অভিযান

জাতীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে কালীগঞ্জ উপজেলায় জাটকা রক্ষায় হাট-বাজারে অভিযান পরিচালিত হয়। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোছাঃ সাদিয়া রহমান এর নেতৃত্বে কালীগঞ্জের জামালপুর ও

কালীগঞ্জ বাজারে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় মৎস্য দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারী ও ইউনিয়নের লিফ উপস্থিত ছিলেন। বাজারগুলোতে কোন জাটকা পাওয়া যায়নি। তিনি জাটকা রক্ষায় জেলেদের করণীয় এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। বাজারে কোন জাটকা পাওয়া না যাওয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। জেলেদের জানান যে, ১লা নভেম্বর হতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত ২৫ সেঃমি বা ১০ ইঞ্চির ছোট ইলিশ বা জাটকা ধরা, পরিবহন, বিক্রি, মজুদ করা দন্ডনীয় অপরাধ । এ আইন অমান্যকারীকে ১ থেকে ২ বছরের জেল অথবা ৫০০০/- (পাচ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। তাই এদের বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। জেলেরা জাটকা রক্ষার অঙ্গিকার করেন।

মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকান্ড

ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রদর্শনী পুকুর পরিদর্শন

গাজীপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর ও পিরুজালী ইউনিয়নে বাস্তবায়িত ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের কার্প-গলদা মিশ্রচাষ, পাংগাস মাছের চাষ ও পাবদা গুলশা মাছের চাষ প্রযুক্তির প্রদর্শনী পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান করেন ক্ষেত্র সহকারী (প্রকল্প)।

চাষির পুকুর পরিদর্শন ও পরামর্শ

গাজীপুর মহানগরের পাগার, টংগী আরএএস পদ্ধতিতে মাছচাষ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব জান্নাতুন শাহীন এবং গাজীপুর মহানগরের

ফাওকাল এলাকার মোঃ হাবিবুর রহমানের পুকুর পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া কাশিমপুর সমাজসেবা অধিদপ্তরের গ্রামীণ মহিলাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পুকুর পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন মোঃ মশিউর রহমান, ক্ষেত্র সহকারী, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, গাজীপুর সদর।

পাঙ্গাশ মাছের প্রদর্শনী পুকুর পরিদর্শন

গত ১ লা নভেম্বর ২০২১ খ্রি. ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর পিওর লাইন ব্রুড উন্নয়ন প্রোগ্রামের আওতায় কাপাসিয়া উপজেলায় বাস্তবায়িত পিওর লাইন ব্রুড হতে প্রাপ্ত ভিয়েতনামীজ হোয়াইট পাঙ্গাশ এর প্রদর্শনী পুকুর পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা ও ক্ষেত্র সহকারি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

তেলাপিয়া চাষির পুকুর পরিদর্শন

গত ২৩ নভেম্বর, ২০২১ খ্রি. কাপাসিয়া উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের সফল তেলাপিয়া চাষি মেজবাহ উদ্দিন সাহেবের পুকুর পরিদর্শন ও চাষির সাথে মতবিনিময় করেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো: হারুন-অর-রশিদ।

৮০ শতাংশ আয়তনের পুকুরে মোট ৫০,০০০ টি মনোসেক্স তেলাপিয়া ছেড়ে ০৫ (পাঁচ) মাসে ৩-৪টি/কেজি মাছ বিক্রয় করেন। তিনি ইতোপূর্বে মৎস্য অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ পেয়ে পাঙ্গাশ মাছ চাষেও সফলতা অর্জন করেন। পাঙ্গাশের দাম একটু কম হওয়ায় তিনি তেলাপিয়া চাষে ঝুকে পড়েন। চাষি মো: মেজবাহ উদ্দিন তার পুকুরের উৎপাদনে এবং মাছের বাজারমূল্যে অত্যন্ত খুশি। তিনি ভবিষ্যতেও তা চালিয়ে যাবেন এবং নতুন বছরে তাঁর খামারে এ্যারেটর মেশিন বসাবেন বলে উল্লেখ করেন।

প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন গত ২৫ নভেম্বর ২০২১ খ্রি: তারিখ প্রদর্শনী চাষির মাঝে মৎস্য খাদ্য বিতরণ করেন। এসময় কাপাসিয়া উপজেলা মৎস্য টীমের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ-২ প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) এর পিওর লাইন ব্রুড উন্নয়ন প্রোগ্রামের আওতায় পিওর লাইন ব্রুড হতে প্রাপ্ত ভিয়েতনামীজ হোয়াইট পাঙ্গাশ জাতের পোনা দিয়ে কাপাসিয়ার চাঁদপুর ইউনিয়নের তিলশুনিয়া ০৪ নং সিআইজি মৎস্য সমবায় সমিতি লি. এর চাষি জনাব মাছুমা আক্তার-এর ৬০ শতক পুকুরে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করছে উপজেলা মৎস্য বিভাগ, কাপাসিয়া, গাজীপুর।

কাপাসিয়ায় পুকুরের মাটি ও পানি পরীক্ষা

গত ২৮ নভেম্বর, ২০২১ খ্রি. উপজেলা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক কাপাসিয়া উপজেলার সনমানিয়া ইউনিয়নের আড়াল বাজারে মৎস্য চাষির পুকুরের মাটি ও পানি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় মৎস্যচাষিদের পুকুরের পানি পরীক্ষা করেন উপজেলা মৎস্য টীমের সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা এবং তাঁকে সহযোগিতা করেন মৎস্য দপ্তরের ক্ষেত্র সহকারী ও স্থানীয় লিফ। চাষিদের পুকুরের পানি পরীক্ষার পর প্রত্যেক চাষির পুকুরের বর্তমান অবস্থা ও পানি পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ

প্রদান করেন সম্প্রসারণ কর্মকর্তা। চাষিরা এ ধরণের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং প্রতি মাসেই তা চলমান রাখার অনুরোধ করেন।

চাষির পুকুর পরিদর্শন করে পরামর্শ প্রদান

ভান্নারা, মৌচাক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এর হানিফ স্পিনিং মিল এর পুকুর পরিদর্শন, মাছের নমুনায়ন, মাছের স্বাস্থ্য পরিক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর।

জালাশয় ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রতিপালন বিষয়ক সভা

নাবিরবহ ফুলবাড়ীয়া, কালিয়াকৈর, গাজীপুর এর গোয়ালিয়া নদীর পাড়ে মৎস্যজিবীদের নিয়ে ২১/১১/২০২১ খ্রি. তারিখ জলাশয় ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রতিপালন বিষয়ক সচেনতামূলক সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, গোয়ালিয়া নদী সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

অভয়াশ্রম বিষয়ক মতবিনিময় সভা

কালিয়াকৈর উপজেলার আলুয়া বিলে মৎস্য অভয়াশ্রম বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ এর বিভিন্ন উপজেলার কর্মকর্তা বৃন্দ, স্থানীয় মৎস্যজিবী ও আলুয়া বিল সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নের্তৃবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের কলা কৌশল, সুফল ও প্রভাব নিয়ে মতবিনিময় করা হয়।

কালিয়াকৈরে চাষিদের পুকুরের পানি পরীক্ষা

পুকুরে মাছের উৎপাদন বাড়াতে পানির গুনাগুন ঠিক রাখার বিকল্প নেই। এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা মৎস্য দপ্তর, কালিয়াকৈর কর্তৃক পানি পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। ঢাল জোড়া গ্রামে স্থানীয় মৎস্যচাষিদের পুকুরের পানি পরীক্ষা করেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ সলিমুল্লাহ্ এবং তাঁকে সহযোগিতা করেন মৎস্য দপ্তরের ক্ষেত্র সহকারী ও স্থানীয় লিফ।

অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্যে বিল ও নদী পরিদর্শন

মাচ্ প্রকল্পের আওতাধীন অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্যে আলুয়া বিল, মকশ বিল ও তুরাগ নদী পরিদর্শন করেন জনাব মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গাজীপুর ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

প্রদর্শনী পরিদর্শন, মাছের নমুনায়ন ও আংশিক আহরণ

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প এর ২০২০-২০২১ আর্থিক সালে স্থাপিত প্রদর্শনীসমূহ পরিদর্শন এবং মাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের জন্য নমুনায়ন করা হয়। কার্প জাতীয় মাছের পুকুরে মাছের নমুনায়ন করা হয়। এ সময় প্রদর্শনীর ফলাফল প্রদর্শক রাজিয়া সুলতানা, লিফ ও ক্ষেত্র সহকারী ও বন্ধু চাষীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাছের বৃদ্ধি সন্তোষজনক। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফলাফল প্রদর্শককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন এবং বড় মাছ বিক্রি করার পরামর্শ দেন। শীতের শুরুতে শতাংশ প্রতি আধা কেজি হারে চুন প্রয়োগের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। যে পরিমান মাছ বিক্রি করা হবে তার চেয়ে ১০% বেশি মাছ পুনঃ মজুদ করার পরামর্শ দেন।

চাষিদের সফলতার গল্প

মাছের অধিক উৎপাদন, হুমায়ুনের স্বপ্নপূরণ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ ক্রমাগত দূষণের দ্বারা মৎস্য আবাসের অনুপযোগী হওয়ার পরও স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর ২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। পরপর ছয় বছর ধরে বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থান ধরে রেখেছে। আশার কথা বিগত দশকে স্বাদুপানির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয় স্থানে উন্নীত হয়েছে এবং এ খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে গড়ে বার্ষিক অতিরিক্ত ৬ লক্ষাধিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সরকারের মৎস্যবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন মৎস্য অধিদপ্তরের চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক লাগসই কারিগরি পরিসেবা প্রদানের ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৩.৮৪ লক্ষ মে.টন যা বিগত ৪০ বছরে ৬২.৩১ শতাংশ বেশী।

গাজীপুর জেলার সদর উপজেলা প্রকৃতপক্ষে একটি শিল্পাঞ্চল। এখানে প্রতিনিয়তই প্রাকৃতিক জলাশয়সমূহ কলকারখানার শিল্পবর্জ্য দ্বারা দূষিত হচ্ছে । অন্যদিকে পুকুর ডোবাগুলো ভরাট হয়ে গড়ে উঠছে শিল্পকারখানা/অথবা বহুতল ভবন। এরকম প্রতিকূল পরিবেশে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, পুরাতন মৎস্য চাষিদের লাভজনক মাছচাষে নিয়োজিত রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সদর উপজেলায় মৎস্য উৎপাদন ১৫৪৫৩.৭ মে.টন। এ উৎপাদন অর্জনের পিছনে যাদের অবদান, অনেক ধৈর্য ও ত্যাগের দ্বারা মৎস্যচাষে সফল হয়েছে এরকমই একজন মৎস্যচাষি মোঃ হুমায়ুন কবীর।

গাজীপুর সদর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের কাইঞ্জানুল গ্রামের হাজী মোঃ জামাল উদ্দিন সাহেবের বড় ছেলে মোঃ হুমায়ুন কবীর । তিনি ২০০৭ সালে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে মাষ্টার্স পাশ করেন। একান্নভূক্ত বড় পরিবারের দায়িত্ব নিজের উপর পড়লেও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। চাকুরীর আশায় না থেকে তার এক বন্ধু ঐ গ্রামেরই ছেলে আশরাফুল আলমকে সাথে নিয়ে ২০০৮ সালে পৈত্রিক জমি ও পাশাপাশি আরো কিছু জমি লীজ নিয়ে গড়ে তোলেন ৪৯৫ শতাংশ আয়তনের মৎস্য খামার। এ সময় না ছিল তার মাছচাষের প্রশিক্ষণ, না ছিল পূর্ব অভিজ্ঞতা। কিন্তু মনে ছিল প্রবল প্রত্যাশা ও অদম্য সাহস প্রথম দিকে এলাকার অন্যান্য চাষিদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে রুই জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ শুরু করেন। কিন্তু পুকুরের জমির ভাড়া, শ্রমিক মজুরি ও অন্যান্য খরচ মিটিয়ে লাভ খুব কমই হতো।

২০১৩ সালের শেষের দিকে তিনি উপজেলা মৎস্য অফিসে আসেন এবং তখনকার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মহোদয়ের সাথে আলোচনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন এবং মাছচাষ পদ্ধতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

নেন। মাছ চাষে তাঁর লাভবান না হওয়ার পেছনে মৎস্য কর্মকর্তা যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন তার কয়েকটি হলঃ-

১. তিনি ধানী পোনা দ্বারা মাছচাষ করতেন।

২. পুকুরে মুরগীর বিষ্টা ব্যবহার করতেন ।

৩. সম্পূরক খাদ্য ব্যবহার করতেন নামমাত্র ।

৪. অধিক ঘনত্বে মাছ চাষ করতেন ।

এ সকল কারনে মাছ বড় হতো না এমনকি বিক্রির সময় মাছের গড় ওজন হতো ৪০০-৫০০ গ্রাম। পরবর্তীতে তিনি গুড একোয়াকালচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এর পর হতে তিনি নিয়মিত মাছ চাষের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সবচেয়ে আশার কথা সে পরামর্শ সম্পূর্ণভাবে মেনে চলেন। বর্তমানে তিনি ৪টি পুকুরে মাছচাষ করছেন। ১টি ৩০ শতাংশের নার্সারী পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের চারা পোনা তৈরি করেন। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পযায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রদর্শনীর আওতায় ৪৯৫ শতাংশের পুকুরে তিনি কার্প ফ্যাটেনিং শুরু করেন। ১০০ শতাংশের ১টি পুকুরে মনোসেক্স তেলাপিয়া চাষ করেন। ১০০ শতাংশের ১টি পুকুরে পাংগাস মাছের চাষ করছেন।

বর্তমানে তিনি একজন সফল মাছচাষী। মৎস্য খামারের আয় দ্বারা তার পরিবারের ভরণপোষণ, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ যোগান। এছাড়া তিনি একটি প্রাইভেট কার কিনেছেন, নতুন বাড়ী করেছেন, জমি ক্রয় করেছেন। পৈত্রিক জমিতে দোকান ও মার্কেট নির্মাণ করেছেন। এ বছর তিনি তার পুকুরে ৩ টি এ্যারেটর স্থাপন করেছেন। আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে।

বর্তমানে মাছ চাষের তার গৃহীত কৌশল সমূহঃ

১. GAP পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

২. পানির গুনাগুণ পরীক্ষার নিজস্ব কীটবক্স আছে।

৩. হ্যাচারী যাচাই করে পোনা সংগ্রহ করেন।

৪. কার্প মিশ্রচাষে ৩০০-৪০০ গ্রাম ওজনের পোনা মজুদ করেন।

৫. মাছকে ভাস্যমান ফিড খাওয়ান।

৬. নিয়মিত পানি পরিবর্তন করেন।

৭. ১ বছর অন্তর অন্তর পুকুর শুকান এবং প্রতিবছর পাড় ও তলা মেরামত করেন।

সফলতার তুলনামুলক চিত্র

মাছ চাষের শুরুতে		বর্তমান অবস্থা
১	পুকুর সংখ্যা - ১ টি	পুকুর সংখ্যা - ৪ টি
২	আয়তন - ৪৯৫ শতাংশ	আয়তন - ৭২৫ শতাংশ
৩	মজুদকৃত প্রজাতি –রুই, কাতলা, মৃগেল, তেলাপিয়া, স্বরপুটি, সিলভার, কার্পিও	মজুদকৃত প্রজাতি –রুই, কাতলা, মৃগেল, বিগহেড, মনোসেক্স তেলাপিয়া, পাংগাস, সিলভার, কার্পিও
৪	পোনার অকৃতি -১.৫-২ ইঞ্চি (২০০-৩০০ পিছ/কেজি)	কার্পজাতীয় মাছ ৫-৬ ইঞ্চি (৩০০-৪০০ গ্রাম)
৫	মজুদ ঘনত্ব – ৫০০ টি/শতক	কার্প জাতীয় – ১৪ টি/শতক মনোসেক্স তেলাপিয়া – ২৫০ টি/শতক পাংগাস – ১৫০ টি/শতক
৬	উৎপাদন – ২২ কেজি/শতক	উৎপাদন
৭	ব্যয় – ৫ লক্ষ	
৮	আয় – ৭ লক্ষ	
৯	নীট লাভ – ২ লক্ষ	

একজন সফল মাছচাষি হিসেবে তার এলাকায় সুনাম রয়েছে। মাছ চাষের কলা-কৌশল সম্পর্কে নতুন চাষিদের উদ্বুদ্ধ করেন। পরবর্তীতে তিনি পুকুরের সংখ্যা আরও বাড়াতে চান এবং মাছ উৎপাদনে যে সাফলতা অর্জন করেছেন তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চান। মৎস্য অধিদপ্তর, গাজীপুর সদর সর্বদা তার পাশে থেকে মাছচাষে অনুপ্রাণিত করবে।